

বিশেষ বুলেটিন : শী'আ মতবাদ (২)

<p>শাইখুল হাদীস মুফতি মুহাম্মদ জসিমউদ্দিন রাহমানী</p> <p>শাইখুল হাদীস, জামিআ' ইসলামিয়া,</p> <p>মাহমুদিয়া, বরিশাল।</p> <p>খতিব- হাতেমবাগ জামে মসজিদ, ধানমন্ডি, ঢাকা।</p> <p>সাবেক মুহাদ্দিস জামিআ' রাহমানিয়া আরাবিয়া, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা।</p> <p>মোবাইল : ০১৭১২১৪২৮৪৩</p>	<p>তারিখ : ০১.০১.২০১০ ইং</p> <p>সময় : বাদ জুমা</p> <p>স্থান : হাতেমবাগ জামে মসজিদ, ধানমন্ডি।</p> <p>প্রতি জুম'আর খুৎবাহ ডাউনলোড করতে ভিজিট করুনঃ</p> <p>http://jumuarkhutba.wordpress.com</p>
--	--

আমরা গত সপ্তাহে আলোচনা করেছি যে, “ইছনা আশারিয়া” বা বার ইমামপন্থী শী'আদের সাথে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের বহু বিষয়ে মতবিরোধ রয়েছে। তন্মধ্যে প্রধান হল তিনটি। যথা :

(১) “ইমামত সংক্রান্ত আকীদা” (২) “সাহাবা বিদ্বেষ সংক্রান্ত আকীদা” (৩) “কুরআন বিকৃতি বিষয়ক আকীদা”।

প্রথম দুটি বিষয়ে গত সপ্তাহে আলোচনা করা হয়েছে, এ সপ্তাহে আমরা ‘কুরআন বিকৃতি বিষয়ক আকীদা’ নিয়ে আলোচনা করবো।

শী'আদের তৃতীয় মৌলিক আকীদা হচ্ছে কুরআন বিকৃতি বিষয়ক আকীদা (عقيدة تحريف القرآن)। তারা বিশ্বাস রাখে যে, মুসলমানদের নিকট সংরক্ষিত কুরআন বিকৃত। মূলতঃ কুরআন বিকৃতির আকীদা ইমামত আকীদারই অবশ্যম্ভাবী ফলাফল। কেননা শী'আদের ধারণায় কুরআন সংকলনকারী হযরত আবু বকর উছমান ও তাদের সহযোগী সাহাবাগণ ছিলেন আলী বিদ্বৈষী। ফলে কুরআন থেকে হযরত আলী ও আহলে বাইতের ফযীলতমূলক বর্ণনা সমূহ পরিকল্পিত ভাবে তারা বাদ দিয়ে দিয়েছেন। তাই মুসলমানদের নিকট সংরক্ষিত কুরআন বিকৃত। এ পর্যায়ে তাদের বক্তব্য নিম্নে পেশ করা হল :

১. কুরআনে “পাঞ্জতন পাক” ও সকল ইমামের নাম ছিল।

শী'আদের বক্তব্য হল কোরআনে “পাঞ্জতন পাক” ও সকল ইমামের নাম ছিল। এগুলো বের করে দেয়া হয়েছে এবং পরিবর্তন করা হয়েছে। এ পর্যায়ে কুরআনের কয়েকটি আয়াত সম্পর্কে তাদের বক্তব্য পেশ করা হল :

(১) وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ قَتْسِي وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا....

“আমি ইতিপূর্বে আদমকে নির্দেশ দিয়েছিলাম। অতঃপর সে ভুলে গিয়েছিল.....(ত্বাহ, ২০ঃ ১১৫)

এ সন্দেহে উল্লেখ কাফীতে আছে, যে ইমাম জা'ফর ছাদেক কসম খেয়ে বলেছেনঃ এই পূর্ণ আয়াত এভাবে নাযিল হয়েছিল-

ولقد عهدنا إلى آدم من قبل كلمات في محمد وعلى وفاطمة والحسن والأئمة من ذريتهم فَنَسِيَ هكذا والله أنزلت على محمد صلى الله عليه واله وسلم - (اصول کافی ج- ۲، ص- ۲۸۳)

এর বাহ্যিক অর্থ এই যে, এই আয়াত আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি এভাবে নাযিল হয়েছিল যে, এতে এ সকল নাম ছিল। (অর্থাৎ আমি আদমকে আলী, ফাতেমা, হাসান, হুসাইন এবং তাদের বংশে জন্মগ্রহণকারী ইমামগণ সম্পর্কে কিছু বিধান বলে দিয়েছিলাম।) কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ওফাতের পরে (শী'আ আকীদা অনুযায়ী) যারা জোর পূর্বক খলীফা হয়ে গিয়েছিল, তারা কুরআনে পরিবর্তন করেছে। তাদের অন্যতম পরিবর্তন এই যে, তারা সূরা তোয়াহার এই আয়াত থেকে পাক পাঞ্জতনের নাম ও তাদের বংশ জন্মগ্রহণকারী ইমামগণের আলোচনা অপসারণ করে দিয়েছে।

(২) وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ

“এতদসম্পর্কে যদি তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে যা আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, তাহলে এর মত একটি সূরা রচনা করে নিয়ে এস। (বাক্বরা, ২ঃ ২৩)

এ আয়াত সন্দেহে উল্লেখ কাফীতে ইমাম বাকের থেকে বর্ণিত হয়েছে :

نزل جبرئيل بهذه الآية على محمد صلى الله عليه واله وسلم هكذا ان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا في على فأتوا بسورة من مثله. (اصول کافی ج- ۲، ص- ۲۸۴)

অর্থাৎ জিবরাঈল মোহাম্মাদ (সাঃ) এর প্রতি এ আয়াতটি এভাবে নিয়ে নাযিল হয়েছিল যে, এতে **عَلَى** এরপরে এবং **فَاتُوا** এর পূর্বে **فِي** শব্দটি ছিল। অর্থাৎ এ আয়াতটি হযরত আলীর ইমামত প্রসঙ্গে ছিল।

(৩) فَأَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا

“তুমি একনিষ্ঠ ভাবে নিজেকে ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ। (রুম, ৩০ঃ ৩০)

উছুলে কাফীতে ইমাম বাকের এ আয়াত সম্পর্কে বলেনঃ **هِيَ الْوَلَايَةُ** অর্থাৎ এর অর্থ বেলায়েত ও ইমামত। (উছুলে কাফী, খ: ২, পৃ: ২৮৬)

(৪) وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

“যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে। (রুম, ৩৩ঃ ৭১)

এ আয়াত সম্পর্কে উছুলে কাফীতে আবু বহীরের বর্ণনায় ইমাম জা'ফর ছাদেক বলেনঃ আয়াতটি এভাবে নাযিল হয়েছিল -

ومن يطع الله ورسوله في ولاية علي والأئمة من بعده فقد فاز فوزا عظيما (اصول کافی ج ۲، ص ۲۷۹)

অর্থাৎ এর অর্থ ছিল যে কেউ আলী ও তার পরবর্তী ইমামগণের ব্যাপারে আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করবে, সে বিরাট সাফল্য অর্জন করবে। এ আয়াতে হযরত আলী ও তার পরবর্তী সকল ইমামের ইমামত বর্ণিত হয়েছিল। কিন্তু আয়াত থেকে ‘আলী ও তার পরবর্তী ইমামগণের ব্যাপারে’ কথাগুলো বের করে দেওয়া হয়েছে, যা বর্তমান কুরআনে নেই।

ইমাম বাকের থেকে বর্ণিত আছে-

عن أبي جعفر عليه السلام قال نزل جبرئيل هذه الآية على محمد صلى الله عليه واله بنسما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله في علي بن أبي طالب (اصول کافی ج ۲، ص ۲۸۴)

অর্থাৎ সূরা বাকারার এই ৯০ আয়াতে **فِي** (আলীর ব্যাপারে) শব্দ ছিল, যা বের করে দেওয়া হয়েছে এবং বর্তমান কুরআনে নেই।

সূরা ম'আরিজের প্রথম আয়াত সম্পর্কে ইমাম জাফর ছাদেক থেকে আবু বহীরের রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে যে, আয়াতটি এভাবে নাযিল হয়েছিলঃ

سال سائل بعذاب واقع للكافرين بولاية علي ليس له دافع ثم قال هكذا والله نزل بها جبريل على محمد صلى الله عليه واله. (اصول کافی ج ۲، ص ২৯১)

অর্থাৎ এ আয়াত থেকে **بِوَلَايَةِ عَلِي** শব্দটি বের করে দেওয়া হয়েছে।

সারকথা উছুলে কাফীতে এভাবে কুরআনে পাকের বিভিন্ন জায়গায় বহু আয়াতে এ ধরনের পরিবর্তন দাবী করা হয়েছে।

২. কুরআনের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ গায়েব করে দেয়া হয়েছে।

عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال ان القرآن الذي جاء به جبريل عليه السلام الى محمد صلى الله عليه واله سبعة عشر الف آية.

অর্থাৎ হিশাম ইবনে সালেমের রেওয়ায়েতে ইমাম জা'ফর ছাদেক বলেনঃ জিবরাঈল যে কুরআন নিয়ে মুহাম্মাদ (সাঃ) এর কাছে নাযিল হয়েছিল, তাতে সতর হাজার আয়াত ছিল। (৬৭১পৃঃ)

প্রসিদ্ধ শী'আ আলেম আল্লামা কাযভীনী লিখেনঃ

“ইমাম জা'ফর ছাদেকের এ উক্তির অর্থ হল, জিবরাঈলের আনীত কুরআন থেকে অনেক অংশ বাদ দেয়া হয়েছে এবং তা কুরআনের বর্তমান প্রসিদ্ধ কপি-সমূহে নেই।

৩. কুরআন বিকৃতি সম্বন্ধে হযরত আলীও বলে গেছেন।

শী'আ মাযহাবের অন্যতম নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণ্য গ্রন্থ ইহতিজাজে তবরীযীতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, জনৈক যিন্দীক তথা ধর্মদ্রোহী ব্যক্তি হযরত আলীর সাথে এক দীর্ঘ কথোপকথনে কুরআন মাজীদেবির বিরুদ্ধে অনেক আপত্তি উত্থাপন করেছে। হযরত আলী এগুলোর জওয়াব দিয়েছেন। তন্মধ্যে তার একটি আপত্তি ছিল এরূপ যে, সূরা নিসার প্রথম রুকূর নিম্নোক্ত আয়াতঃ

وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا.... الآية

এর মধ্যে **شرط** এবং **جزاء** এর মধ্যে যে সম্পর্ক হওয়া উচিত, তা নেই। (১২৪পৃঃ) হযরত আলী তখন বলেছেনঃ

هو قدمت ذكره من اسقاط المنافقين من القرآن وبين القول في اليتامى وبين نكاح النساء من الخطاب والقبص اكثر من ثلث القرآن

অর্থাৎ পূর্বে আমি যে কথা উল্লেখ করেছি, এটা তারই একটি দৃষ্টান্ত। অর্থাৎ মুনাজ্জিকা কুরআন থেকে অনেক কিছু বাদ দিয়েছে। এ আয়াতে তারা এই করেছে যে, **ان خفتم في اليتامى** এবং **من النساء** لكم ما طاب لکم এর মধ্যে এক তৃতীয়াংশ কোরআনেরও বেশী ছিল, যা বাদ দেয়া হয়েছে। এতে সন্দেহ ও কিসসা-কাহিনী ছিল। (১২৮ পৃঃ)

শী'আদের বক্তব্য হল এ রেওয়ায়েত অনুযায়ী হযরত আলী বলেছেন যে, এই এক আয়াতের মাঝখান থেকে মুনাফিকরা এক তৃতীয়াংশ কুরআনের চেয়েও বেশী বাদ দিয়েছে। এতে অনুমান করা যায় যে, সমগ্র কুরআন থেকে কতটুকু বাদ দেয়া হয়েছে।

এ কথোপকথনে যিন্দীকের অন্যান্য কয়েকটি আপত্তির জওয়াবেও হযরত আলী মুর্তযা কুরআনে পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করেছেন। তার এক আপত্তির জওয়াবে তিনি একথাও বলেছেন যে, এ ব্যাপারে এ স্থলে তুমি যে জওয়াব আমার কাছ থেকে শুনেছ, তাই তোমার জন্যে যথেষ্ট হওয়া উচিত। কেননা, আমাদের শরী'আতে তাকিয়ারা যে নির্দেশ আছে তা এর চেয়ে বেশী স্পষ্ট করে বলার পথে অন্তরায়।

৪. আসল কুরআন ইমামে গায়েবের নিকট রয়েছে।

শী'আদের বক্তব্য হল আসল কুরআন তাই, যা হযরত আলী সংকলন করেছিলেন। হযরত আলী যে কুরআন সংকলন করেছিলেন সেটা সেই কুরআনের সম্পূর্ণ অনুরূপ ছিল, যা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর প্রতি নাযিল হয়েছিল এবং বর্তমান কুরআন থেকে ভিন্নতর ছিল। সেটা হযরত আলীর কাছেই ছিল এবং তার পরে তার সন্তানদের মধ্য থেকে ইমামগণের কাছে ছিল। এখন সেটা ইমাম গায়েব তথা অন্তর্হিত ইমামের কাছে রয়েছে। তিনি যখন আত্মপ্রকাশ করবেন, তখন সেই কুরআন প্রকাশ করবেন। এর আগে কেউ সেটা দেখতে পাবে না। এ প্রসঙ্গে উছুলে কাফীর নিম্নোক্ত দুটি রেওয়ায়েত লক্ষ্যণীয়ঃ

এক. ইমাম বাকের বলেনঃ

ما ادعى احد من الناس ان جمع القرآن كله كما انزل الا كذب وما جمعه وحفظه كما انزل الله الا على بن ابي طالب والائمة من بعده عليه السلام. (اصول كافي. ج ١ ص ٣٣٢)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি দাবী করে যে, তার কাছে পূর্ণ কুরআন রয়েছে যেভাবে তা নাযিল হয়েছিল, সে মিথ্যাবাদী। আল্লাহ তা'আলার নাযিল করা অনুযায়ী কুরআন কেবল আলী ইবনে আবী তালেবই এবং তার পরে ইমামগণ সংকলন করেছেন এবং সংরক্ষণ করেছেন।

দুই. উক্ত গ্রন্থেই ইমাম জা'ফর ছাদেক থেকে বর্ণিত আছেঃ

যখন ইমাম মেহদী আত্মপ্রকাশ করবেন, তখন তিনি কুরআনকে আসল ও বিশুদ্ধরূপে পাঠ করবেন। তিনি কুরআনের সেই কপিটি বের করবেন, যা আলী (আঃ) সংকলন করেছিলেন।

সারকথা, শী'আ গ্রন্থাবলীর এসব রেওয়ায়েতে বর্তমান কুরআনে পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের কথা বলা হয়েছে, বিশেষভাবে কতক রেওয়ায়েতে কুরআন থেকে হযরত আলী ও ইমামগণের নাম বাদ দেয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

৫. পরিবর্তনের রেওয়ায়েত দু'হাজারেরও অধিক।

স্বনামখ্যাত শী'আ মুহাদ্দিছ সাইয়েদ নেয়ামতুল্লাহ জাযায়েরী তার কোন কোন গ্রন্থে বলেছেন, যেমন তার কাছ থেকে বর্ণিত আছে যে, কুরআনে পরিবর্তন ব্যক্তকারী রেওয়ায়েত সমূহের সংখ্যা দু'হাজারেরও অধিক। আমাদের একদল আলেম, যেমন শায়খ মুফিদ, মুহাক্কিক দামাদ ও আব্বাস মজলিসী এসব রেওয়ায়েত মশহুর বলে দাবী করেছেন। শায়খ তুসীও তিবইয়ান গ্রন্থে পরিষ্কার লিখেন যে, এসব রেওয়ায়েতের সংখ্যা অনেক বেশী। বরং আমাদের একদল আলেম, যাদের কথা পরে আসবে দাবী করেছেন যে, এসব রেওয়ায়েত মুতাওয়াতির। (২২৭পৃঃ)

৬. কুরআনে একটি সূরা ছিল যা বর্তমান কুরআনে নেই।

আব্বাস সাইয়েদ মাহমুদ শুকরী আলুসী (রহঃ) শাহ আব্দুল আযীয কৃত 'তুহফায়ে ইছনা আশারিয়া' গ্রন্থের আরবীতে সারসংক্ষেপ লিখেছিলেন, যা تحفیر নামে প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে মিসরের খ্যাতনামা আলেম শায়খ মুহীউদ্দীন আল খতীব এর সম্পাদনা করেন এবং প্রাপ্তটাকা ও ভূমিকার সংযোজন সহকারে একে প্রকাশ করেন। এতে তিনি ইরানে লিখিত কুরআনের একটি পাণ্ডুলিপি থেকে নেয়া একটি সুরার (সূরা ওয়ালায়াতের) ফটোও প্রকাশ করেন, যা বর্তমান কুরআনে নেই। এ সম্পর্কে তিনি লিখেনঃ 'প্রফেসর নলডিকি (NOELDEKE) তার Hisroty of The Copies of The Quran গ্রন্থে এ সূরাটি শী'আ সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ دبستان مذهب (মুহসিন ফানী কাশ্মীরী কৃত ফারসী গ্রন্থ) এর বরাত দিয়ে উদ্ধৃত করেছেন। এর ফারসী গ্রন্থের একাধিক সংস্করণ ইরানে প্রকাশিত হয়েছে। মিসরের একজন বড় আইন বিশেষজ্ঞ প্রফেসর মুহাম্মাদ আলী সউদী খ্যাতনামা প্রাচ্য শিক্ষাবিশারদ ব্রাউনের (BROWN) কাছে ইরানে লিখিত কুরআনের একটি পাণ্ডুলিপি কপি দেখিয়েছিলেন। তাতে এই সূরা ওয়ালায়াতও ছিল। তিনি এর ফটো নিয়ে নেন, যা মিসরের সাময়িকী 'আল ফাতাহ' ৮৪২ সংখ্যার নবম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছিল। নিম্নে তার ফটোকপি পেশ করা গেলঃ কথিত সূরাতুল ওয়ালায়াত এর ফটোকপিঃ

যারা কুরআন বিকৃতির বিশ্বাস রাখে তারা 'কাফের'। এ সম্পর্কে অনেক দলীল রয়েছে, তন্মধ্যে একটা দলীল হচ্ছে :

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

'আমি স্বয়ং এ উপদেশ গ্রন্থ অবতারণ করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক। (হিজর, ১৫ঃ ৯) এ আয়াত দ্বারা বুঝা যাচ্ছে আল্লাহ তা'আলা কুরআন হিফায়তের দায়িত্ব নিয়েছেন। সুতরাং কেউ তা পরিবর্তন-পরিবর্ধন করতে পারবে না। এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় ইরশাদ করেন :

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

'আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের ধীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে ধীন হিসেবে পছন্দ করলাম। (মায়দা, ৫ঃ ৩) বুঝা গেল, ধীন পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন :

يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

'হে রাসূল, পৌঁছে দিন আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে। আর যদি আপনি এরূপ না করেন, তবে আপনি তাঁর পয়গাম কিছুই পৌঁছানেন না। আল্লাহ আপনাকে মানুষের কাছ থেকে রক্ষা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ কাফেরদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না। (মায়দা, ৫ঃ ৬৭)

যারা কুরআন বিকৃতির কথা বলে তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন :

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ

'আর যে, আল্লাহ্র প্রতি অপবাদ আরোপ করে অথবা তাঁর নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলে, তার চাইতে বড় জালেম কে? নিশ্চয় জালেমরা সফলকাম হবে না। (আনআম, ৩ঃ ২১)

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَٰئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَهُمْ قَالُوا أَيُّنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَافِرِينَ

'অতঃপর ঐ ব্যক্তির চাইতে অধিক জালেম কে, যে আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যা আরোপ করে অথবা তার নির্দেশাবলীকে মিথ্যা বলে? তারা তাদের গ্রন্থে লিখিত অংশ পেয়ে যাবে। এমন কি, যখন তাদের কাছে আমার প্রেরিত ফেরেশতারা প্রাণ নেওয়ার জন্যে পৌঁছে, তখন তারা বলে; তারা কোথায় গেল, যাদের কে তোমরা আল্লাহ ব্যতীত অহংবান করতে? তারা উত্তর দেবে: আমাদের কাছ থেকে উধাও হয়ে গেছে, তারা নিজেদের সম্পর্কে স্বীকার করবে যে, তারা অবশ্যই কাফের ছিল। (আরাফ, ৭ঃ ৩৭)

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ

'অতঃপর তার চেয়ে বড় জালেম, কে হবে, যে আল্লাহ্র প্রতি অপবাদ আরোপ করেছে কিংবা তাঁর আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে অভিহিত করেছে? কসিনাকালেও পাপীদের কোন কল্যাণ হয় না। (ইউনুস, ১০ঃ ১৭)

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ

'যে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা কথা গড়ে অথবা তার কাছে সত্য আসার পর তাকে অস্বীকার করে, তার কি স্মরণ রাখা উচিত নয় যে, জাহান্নামই সেসব কাফেরের অশ্রয়স্থল হবে? (আনকাবুত, ২৯ঃ ৬৮)

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ

'ঐ ব্যক্তির চাইতে বড় জালেম কে হবে, যে আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যা আরোপ করে অথবা বলে: আমার প্রতি ওহী অবতীর্ণ হয়েছে। অথচ তার প্রতি কোন ওহী আসেনি এবং যে দাবী করে যে, আমিও নাযিল করে দেখাচ্ছি যেমন আল্লাহ নাযিল করেছেন। যদি আপনি দেখেন যখন জালেমরা মৃত্যু যন্ত্রণায় থাকে এবং ফেরেশতারা স্বীয় হস্ত প্রসারিত করে বলে, বের কর স্বীয় আত্মা! অন্য তোমাদেরকে অবমাননাকর শাস্তি প্রদান করা হবে। কারণ, তোমরা আল্লাহ্র উপর অসত্য বলতে এবং তাঁর আয়াত সমূহ থেকে অহংকার করতে। (আনআম, ৬ঃ ৯৩)

এই সমস্ত আয়াত দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, যারা কুরআন বিকৃতির কথা বলে তারা কাফের। এতে কোন সন্দেহ নাই।

শী'আদের আরও কিছু মৌলিক আকীদা

এখানে শী'আদের আরও তিনটি বিশেষ আকীদার কথা উল্লেখ করা হল।

১. তাকিয়া :

তাকিয়া (تقية) হল এক গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা, যাকে তাদের নিকট দ্বীনের এক গুরুত্বপূর্ণ রুকন মনে করা হত। এর অর্থ মানুষ তার মান ও মর্যাদা এবং জান ও মাল শত্রুর কবল হতে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে যা কিছু অগ্রে আছে তার বিপরীত প্রকাশ করবে।

তাকিয়া সম্পর্কে ইমামগণের উক্তি ও কর্ম :

উল্লেখ কাফীতে তাকিয়া সম্পর্কেও একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় আছে। এ অধ্যায়ের একটি রেওয়ায়েত এই :

عن أبي عمر الأعجمي قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام يا أبا عبد الله عشتار الدين في التقية ولا دين لمن لا تقية له. (اصول کافی ج ۳ - ص ۳۰۷)

অর্থাৎ আবু ওমার আ'জামী রেওয়ায়েত করেন, ইমাম জা'ফর ছাদেক আমাকে বলেছেন- ধর্মের দশ ভাগের নয় ভাগ তাকিয়ার মধ্যে নিহিত। যে তাকিয়া করে না, সে বেদ্বীন। তাকিয়া সম্পর্কে আরও একটি রেওয়ায়েত নিম্নরূপ :

হাবীব ইবনে বিশরের রেওয়ায়েত ইমাম জাফর ছাদেক বলেনঃ আমি আমার পিতা ইমাম বাকেরের কাছে গুনেছি, তিনি বলেন : ভূপৃষ্ঠে কোন বস্তুই আমার কাছে তাকিয়া অপেক্ষা অধিক প্রিয় নয়। হে হাবীব, যে ব্যক্তি তাকিয়া করবে, আল্লাহ তাকে উচ্চতা দান করবেন, আর যে করবে না, আল্লাহ তার অধঃপতন ঘটাবেন। (উল্লেখ কাফী, ৪৮৩ পৃঃ)

উক্ত গ্রন্থের আরও একটি রেওয়ায়েত নিম্নরূপঃ

قال أبو جعفر عليه السلام التقية من ديني ودين آبائي ولا إيمان لمن لا تقية له. (اصول کافی ج ۳ - ص ۳۱۱)

অর্থাৎ ইমাম বাকের বলেন : তাকিয়া আমার ধর্ম এবং আমার পিতৃপুরুষদের ধর্ম। যে তাকিয়া করে না, তার ধর্ম নেই।

তাকিয়ার একটি ব্যাখ্যা ও তার স্বরূপ :

জানা গেছে যে, শী'আরা অজ্ঞদের সামনে তাকিয়া সম্পর্কে বলে দেয় যে, তাদের মতে তাকিয়ার অনুমতি কেবল তখন, যখন প্রাণের আংশকা বা এমনি ধরনের কোন গুরুতর বাধ্যবাধকতার সম্মুখীন হওয়া যায়। অথচ শী'আ রেওয়ায়েতে ইমামগণের এমন প্রচুর ঘটনা বিদ্যমান আছে, যাতে কোন বাধ্যবাধকতা এবং কোন সামান্য আশংকা ছাড়াই তারা তাকিয়া করেছেন, সুস্পষ্ট ভ্রান্ত বর্ণনা দিয়েছেন অথবা আপন কাজ দ্বারা মানুষকে ধোকা ও প্রতারণা দিয়েছেন। উল্লেখ কাফীতে ইমাম জাফর ছাদেকের এ ধরনের ঘটনা বরাতে সহকারে উল্লেখিত হয়েছে। তদুপরি উল্লেখ কাফীর তাকিয়া অধ্যায়ের নিম্নোক্ত রেওয়ায়েতটি দ্বারাও অনুরূপ প্রতীয়মান হয় :

عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال التقية في كل ضرورة وصاحبها اعلم بما حين تزييل به. (اصول کافی ج ۳ - ص ۳۱۱)

অর্থাৎ যুরারার রেওয়ায়েত ইমাম বাকের (আঃ) বলেনঃ তাকিয়া যে কোন প্রয়োজনে করা যায়। প্রয়োজন সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অধিক জ্ঞানী: অর্থাৎ প্রয়োজন তা-ই; যাকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি প্রয়োজন মনে করে।

তাকিয়া কেবল জায়েয নয়- ওয়াজিব ও জরুরী :

বরং বাস্তব ঘটনা এই যে, শী'আ মাযহাবে তাকিয়া কেবল জায়েয নয়; বরং অভাব্যবশ্যকীয় এবং ঈমানের অঙ্গ। শী'আদের মূলনীতি চতুষ্টয়ের অন্যতম **الفقيه من لا يحضره الفقيه** গ্রন্থে রেওয়ায়েত আছে যে,

قال الصادق عليه السلام لو قلت ان تارك التقية كتارك الصلوة لكنت صادقا وقال عليه السلام لا دين لمن لا تقية له.

অর্থাৎ ইমাম জাফর ছাদেক (আঃ) বলেছেন- যদি আমি বলি যে, তাকিয়া বর্জনকারী নামায বর্জনকারীর অনুরূপ (গোনাহগার), তবে এ কথায় আমি সত্য হব। তিনি আরও বলেছেনঃ যার তাকিয়া নেই, তার ধর্ম নেই।

২. কিতমান :

'কিতমান' অর্থ আসল আকীদা, মাযহাব ও মত গোপন করা এবং অন্যের কাছে প্রকাশ না করা। তাকিয়ার অর্থ কথায় ও কাজে বাস্তব ঘটনার বিপরীত অথবা আপন আকীদা, মাযহাব ও মতের বিপরীত প্রকাশ করা এবং এভাবে অপরকে ধোকা ও প্রতারণায় লিপ্ত করা। শী'আদের মতে তাদের ইমামগণ সারা জীবন এ শিক্ষা মেনে চলেছেন।

কিতমান সম্পর্কে ইমামগণের উক্তি ও কর্ম :

উল্লেখ কাফীতে কিতমান অধ্যায়ে ইমাম জাফর ছাদেক থেকে বর্ণিত আছে, তিনি তার শাগবেদ মোলাইমানকে লক্ষ্য করে বলেনঃ

"তোমরা এমন ধর্মের উপর রয়েছ যে, যে ব্যক্তি একে গোপন রাখবে, তাকে আল্লাহ তা'আলা ইজ্জত দান করবেন। আর যে এ ধর্মকে প্রকাশ ও প্রচার করবে, আল্লাহ তাকে হেয় ও লাঞ্ছিত করবেন। (খন্ড-৩, পৃ: ৩১৫)

উক্ত গ্রন্থে ইমাম জাফর ছাদেকের পিতা ইমাম বাকের থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বিশেষ শী'আদেরকে বলেনঃ

"খোদার কসম! আমার সহচরদের (শাগবেদ ও মুরীদদের) মধ্যে আমার সবচেয়ে প্রিয় সেই, যে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী পরহেযগার এবং আমাদের কথা বেশী গোপন রাখে। (খন্ড-৩, পৃ: ৩১৭)

৩. প্রায়শ্চিত্তের আকীদা :

শীআদের প্রায়শ্চিত্তের আকীদা (عقيدة كفارة) ছব্ব খুশানদের প্রায়শ্চিত্ত আকীদার অনুরূপ। আল্লাহ বাকের মাজলিসী ইমাম জাফর ছাদেবের বিশেষ মুরাদ মুফাসসাল ইবনে ওমরের এক প্রশ্নের জওয়াবে বলেনঃ

হে মুফাসসাল, রাসূলে খোদা দুআ করেছেন- হে খোদা, আমার ভাই আলা ইবনে আদী তালেবের শীআ এবং আমার সেই সন্তানদের শীআ যারা আমার ভারপ্রাপ্ত, তাদের অগ্রপঞ্চাৎ কিয়ামত দিবস পর্যন্ত সময়ের সকল গোনাহ আপনি আমার উপর চাপিয়ে দিন এবং শীআদের গোনাহের কারণে পয়গম্বরগণের মধ্যে আমাকে অপমানিত করবেন না। এ দুআর ফলস্বরূপ আল্লাহ তা'আলা সকল শীআর গোনাহ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর উপর চাপিয়ে দিয়েছেন, অতঃপর সেই সকল গোনাহ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর কারণে মার্জনা করেছেন। (হাক্কুল ইয়াকীন, ১৪৮ পৃঃ)

এরপর এ রেওয়াজেতেই আরও আছে- মুফাসসাল প্রশ্ন করলঃ যদি আপনাদের শীআদের মধ্য থেকে কেউ এই অবস্থায় মারা যায় যে, তার যিম্মায় কোন মুমিন ভাই এর কর্তৃত্ব থাকে, তবে তার কি পরিণতি হবে? ইমাম জাফর ছাদেক বলেনঃ যখন ইমাম মেহদী আত্মপ্রকাশ করবেন, তখন সর্বপ্রথম সারা বিশ্বে এই ঘোষণা করবেন যে, আমাদের শীআদের মধ্যে যদি কারও যিম্মায় কারও কর্তৃত্ব থাকে, তবে সে আসুক এবং আমার কাছ থেকে উসূল করুক। অতঃপর তিনি সকল কর্তাদারদের কর্তৃত্ব আদায় করবেন। (১৪৮ পৃঃ)

৪. শিয়াগণ গাইরুল্লাহর ইবাদতে বিশ্বাসী :

শিয়াগণ গাইরুল্লাহ তথা পীর-ওলী বুয়ুগদের নিকট দোয়া প্রার্থনা করাকে অত্যন্ত নেক আমল বলে জ্ঞান করে। আর এ জন্যই তারা কবর-মাজার ইত্যাদি তে প্রার্থনা করা, সিজদা করা, কবরের চতুর্দিকে তওয়াফ করা, কবরে টাকা পয়সা দেওয়া, কবরে গিলাফ চড়ানো সহ যাবতীয় বেদআত কাজে উৎসাহ প্রদান করে। এই জন্য ইরাক, ইরান সহ বিশ্বের যেখানেই মাজার আছে সেখানেই শিয়াদের উৎপাত লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন কবরে ياحسين الممد، ياحسين الممد، ياحسين الممد (ইয়া হুসাইন আল-মদদ, ইয়া আলী আল-মদদ, ইয়া গাউসুল আযম আল-মদদ) ইত্যাদি লেখা লক্ষ্য করা যায়।

শিয়া ইমাম কমিনী তার প্রসিদ্ধ কিতাব 'كشف الاسرار ص ৬৭' বলেনঃ

فطلب الحاجة من الحجر أو الصخر ليس شركاً، وإن يكن عبثاً باطلاً، ثم إننا نطلب الممد من الأرواح المقدسة للأنبياء والأئمة من قد منحهم الله القدرة. اهـ. أى من منحهم الله تعالى القدرة على التأثير.. وعلى إجابة المضطر إذا دعاهم.. وهذا عين الكفر والشرك.. والتكذيب للتزوير!

অর্থঃ সুতরাং পাথরের কাছে প্রার্থনা করা যদিও একটি বাতিল আমল তবে শিরক নয়, অতঃপর আমরা নবী-রাসূলগণ এবং ইমামগণ যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা বিশেষ ক্ষমতা দান করেছেন তাদের আত্মার কাছে প্রার্থনা করবো। অর্থঃ যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা মাখলুকের উপরে প্রভাব বিস্তার করার ক্ষমতা দিয়েছেন.. যারা বিপদে-আপদে সাহায্য করতে পারে.. ইত্যাদি।

অথচ এই আকিদা পোষণ করা স্পষ্ট কুফর এবং শিরক এবং কুরআনের পরিপন্থী আকিদা। আমাদের ভারতবর্ষের কবরপূজারী, পীরপূজারীদের আকিদা-বিশ্বাস ও এরকম-ই। তারাও গান গেয়ে থাকে 'কেউ ফিরে না খালী হাতে খাজা বাবার দরবার হতে' আবার কাউকে বলতে শুনা যায় 'আল্লাহ'র ধন রাসূলকে দিয়ে আল্লাহ গেলেন খালি হয়ে, রাসূলের ধন খাজাকে দিয়ে রাসূলও গেলেন খালি হয়ে, রাসূলের ধন খাজা পেয়ে লুকিয়েছে আজমিরে, কেউ ফিরে না খালি হাতে খাজারে তোর দরবারে'। এ কারণে শিয়াদের মত এদেশেও বড় বড় অনেক মাজার, দরগা-কবর ইত্যাদি তৈরী করে সেখানে সেজদাহ করা, তওয়াফ করা, কবরে গিলাফ চড়ানো, টাকা-পয়সা আগরবাতি মোমবাতি দেওয়া, কবরবাসীর কাছে প্রার্থনা করা সহ নানা ধরনের শিরক ও বেদআত ব্যাপকতা লাভ করেছে। অথচ কুরআন ও সহীহ হাদীস অনুযায়ী এগুলো স্পষ্ট কুফর ও শিরক।

গাইরুল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা কুফর ও শিরক :

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شَفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتَنْتَبِهُونَ اللَّهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

'আর তারা ইবাদত করে আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন বস্তু, যা না তাদের কোন ক্ষতিসাধন করতে পারে, না লাভ এবং বলে, এরা তো আল্লাহর কাছে আমাদের সুপারিশকারী। তুমি বল, তোমরা কি আল্লাহকে এমন বিষয়ে অবহিত করছ, যে সম্পর্কে তিনি অবহিত নন আসমান ও যমীনের মাঝে? তিনি পুত:পবিত্র ও মহান সে সমস্ত থেকে যাকে তোমরা শরীক করছ। (ইউনুস, ১০৪ ১৮) আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন :

أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ

'জেনে রাখুন, নিষ্ঠাপূর্ণ ইবাদত আল্লাহরই নিমিত্ত। যারা আল্লাহ ব্যতীত অপরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে রেখেছে এবং বলে যে, আমরা তাদের ইবাদত এ জন্যই করি, যেন তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয়। নিশ্চয় আল্লাহ তাদের মধ্যে তাদের পারস্পরিক বিরোধপূর্ণ বিষয়ের ফয়সালা করে দেবেন। আল্লাহ মিথ্যাবাদী কাফেরকে সৎপথে পরিচালিত করেন না। (যুমার, ৩৯ঃ ৩) আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ

'আর নির্দেশ হয়েছে আল্লাহ ব্যতীত এমন কাউকে ডাকবে না, যে তোমার ভাল করবে না মন্দও করবে না। বস্তুত: তুমি যদি এমন কাজ কর, তাহলে তখন তুমিও জালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। (ইউনুস, ১০৪ ১০৬) আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ

‘অতএব, আপনি আল্লাহ্‌র সাথে অন্য উপাস্যকে আহ্বান করবেন না। করলে শাস্তিতে পতিত হবেন। (শুআরা, ২৬ঃ ২১৩) আল্লাহ তা‘আলা আরও ইরশাদ করেন :

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بَخِيرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

‘আর যদি আল্লাহ্‌ তোমাকে কোন কষ্ট দেন, তবে তিনি ব্যতীত তা অপসারণকারী কেউ নেই। পক্ষান্তরে যদি তোমার মঙ্গল করেন, তবে তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। (আনআম, ৬ঃ ১৭) আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন :

أَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِي عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونِ

‘আমি কি তাঁর পরিবর্তে অন্যান্যদেরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করব? কবুণাময় যদি আমাকে কষ্টে নিপতিত করতে চান, তবে তাদের সুপারিশ আমার কোনই কাজে আসবে না এবং তারা আমাকে রক্ষাও করতে পারবে না। (ইয়াসীন, ৩৬ঃ ২৩)

عن عائشة أن أم سلمة رضى الله عنهما ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيصة رأها بأرض الحبشة يقال لها: مارية، فذكرت له ما رأت فيها من الصور، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً، وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله) (بخارى في الصلاة (٤٣٤))

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, উম্মে সালামা (রাঃ) রাসূল (সাঃ)-এর কাছে একটি ‘কানিছা’ (খৃষ্টানদের ইবাদত খানা) সম্পর্কে উল্লেখ করলেন, যা তিনি হাবশাতে দেখেছেন। যার নাম দেওয়া হয়েছে ‘মারিয়া’ কারণ তার মধ্যে যে সমস্ত দেব-দেবী ও মূর্তি রয়েছে সেগুলোর কথাও উল্লেখ করলেন। উত্তরে রাসূল (সাঃ) বললেনঃ তারা এমন এক জাতি যখনই তাদের কোন নেক বান্দা মৃত্যু বরণ করতো, তখনই তার কবরের উপরে সেজদার স্থান বানাতো (মাজার তৈরী করতো)। এবং এ সকল মূর্তি তৈরী করতো, এরাই হচ্ছে আল্লাহ্‌র কাছে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট প্রাণী। (বুখারী, ৪৩৪)

عن عائشة وابن عباس رضى الله عنهما قالا: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك: (لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) (بخارى في الصلاة (٤٣٥))

হযরত আয়েশা (রাঃ) এবং ইবনে আব্বাস থেকে আরও একটি হাদীস বর্ণিত যে, যখন রাসূল (সাঃ) মৃত্যু রোগে আক্রান্ত হলেন, তখন তার চেহারার উপরে একটি চাদর তার চেহারা মুবারকের উপরে রেখে দিলেন, অতঃপর যখন কষ্ট অনুভব করতেন তখন চেহারা থেকে উক্ত চাদরটি সরিয়ে নিতেন। এই অবস্থায় রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করলেনঃ “ইহুদী-খৃষ্টানদের প্রতি আল্লাহ তা‘আলার লানত, তারা তাদের নবীদের কবর সমূহকে সেজদার স্থান বানিয়েছে।” (একথার মাধ্যমে তিনি মুসলিম উম্মাহকে ইয়াহুদ-নাসারার অনুরূপ করা থেকে নিষেধ করলেন) (বুখারী, ৪৩৫)

ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী এ হাদীসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেনঃ

وكانه صلى الله عليه وسلم أنه مرغل من ذلك المرض، فخاف أن يعظم قبره كما فعل من مضى، فلعن اليهود والنصارى إشارة إلى ذم من يفعل فعلهم

যে রাসূল (সাঃ) বুঝতে পারলেন, এই রোগেই ইহকাল ত্যাগ করবেন, এবং তিনি আশংকা বোধ করলেন যে, ইহুদী-খৃষ্টানদের মত তার কবরকেও অতি সম্মান করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি হতে পারে। সুতরাং ইহুদ-নাসারাদের প্রতি অভিশাপ দেওয়ার মাধ্যমে মূলতঃ যারা রাসূল (সাঃ) এর কবরকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করবে তাদেরকেই অভিশাপ দিয়েছেন। (ফতহুল বারী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৬৩৪)

عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: ففى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخصص القبر، وأن يعقد عليه، وأن يبنى عليه (مسلم في الجنائز (٩٧٠))

হযরত জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, যে রাসূলুল্লাহ সাঃ কবর পাকা করা, কবরের উপর বসা এবং কবরের উপর ইমারত নির্মাণ করা থেকে নিষেধ করেছেন। (মুসলিম, ৯৭০)

عن أبي مرثد الغنوى رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تصلوا إلى القبور، ولا تجلسوا عليها) (مسلم في الجنائز (٩٧٢))

হযরত আবু মারসাদ আল গানবী থেকে বর্ণিত, যে তোমরা কবরের দিকে ফিরে নামাজ পড়ো না এবং কবরের উপর বসো না। (মুসলিম, ৯৭২)

عن ثمامة بن شفي قال: كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم برودس، فتوفى صاحب لنا، فأمر فضالة بن عبيد بقره فسوى، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها (مسلم في الجنائز (٩٦٨))

হযরত সুমামা ইবনে শুফাই থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমরা ফুজালাহ ইবনে উবাইদ এর সঙ্গে রুম দেশের রওদাস নামক জায়গায় অবস্থান করছিলাম, সেই অবস্থায় আমাদের একজন সঙ্গি মারা যায়, হযরত ফুজালাহ ইবনে উবাইদ ঐ ব্যক্তির কবরটিকে মাটির সঙ্গে সমান করে দিতে নির্দেশ দিলেন, এবং তাই করা হল। অতঃপর তিনি বললেনঃ ‘আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)কে কবরসমূহ মাটির সাথে মিলিয়ে দেওয়ার আদেশ দিতে শুনেছি। (মুসলিম, ৯৬৮)

عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي صالب: ألا أبعتك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن لا تدع مثالا إلا طمسته، ولا قبراً مشرفاً إلا سويته (مسلم في الجنائز (٩٦٩))

‘আবুল হাইয়াজ আল-আসাদী (রহ) বলেনঃ যে আমাকে হযরত আলী ইবনে আবী তালিব (রাঃ) বললেনঃ আমি কি তোমাকে সেই কাজের দায়িত্ব দিয়ে পাঠাবো না, যে কাজের দায়িত্ব দিয়ে রাসূল (সাঃ) আমাকে পাঠিয়েছেন? আর তা হচ্ছেঃ ‘যেখানেই মূর্তি বা ভাস্কর্য দেখবে তা গুড়িয়ে দিবে আর যেখানেই উঁচু কবর দেখবে তা সমান করে দিবে’। (মুসলিম, ৯৬৯)

দুতরাং শিয়া এবং শিয়াদের অনুসরণে যারা মাজার তৈরী করে, গিলাফ চড়ায়, টাকা-পয়সা আগরবাতি-মোমবাতি দেয়, মাজারে প্রার্থনা করে, সেজদা করে, তওয়াফ করে তারা সুস্পষ্ট কুফর এবং শিরক ও বেদআতে লিপ্ত আছে।

৫. নিকাহে মুতআ’হ (স্বল্প মেয়াদী বিবাহ) :

শিয়াদের আরেকটি জঘন্য আক্দিদা ও আমলের নাম হচ্ছে ‘নিকাহে মুতআ’হ’। ইসলাম পূর্ব জাহেলী যুগে এবং ইসলামের শুরু দিকে এ ধরনের বিবাহ’র প্রচলন ছিল। খায়বার যুদ্ধের পরে রাসূল (সাঃ) কঠোরভাবে ইহাকে নিষিদ্ধ করেন। যা হাদীস এবং ইতিহাসের সব কিতাবেই স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে।

কিন্তু শিয়াগণ এ জাতীয় বিবাহকে শুধু বৈধই মনে করে না বরং এটাকে অত্যন্ত মর্যাদা এবং ফযীলতের কাজ বলে বিশ্বাস করে। আর এ জন্য তারা রাসূল (সাঃ) এর নামে কিছু জাল হাদীস তৈরী করে দলীল পেশ করে থাকেনঃ যেমন

من خرج من الدنيا ولم يتمتع جاء يوم القيامة وهو أجدع. تفسير منتهج الصادقين للملا فتح الله الكاشاني ج ٢ ص ٤٨٩

রাসূল (সাঃ) বলেন(?), যে ব্যক্তি নেকাহ মুতআ’হ করা ছাড়া মৃত্যুবরণ করলো, সে ব্যক্তি কিয়ামতের মাঠে নাক-কান কাটা অবস্থায় উপস্থিত হবে। (তফসীরে মানহাজুস-সাদেকীন, ২য় খন্ড, পৃ: ৬৮৯)

من تمتع مرة واحدة عتق ثلاثة من النار ومن تمتع مرتين عتق ثلاثة من النار ومن تمتع ثلاث مرات عتق كله من النار. تفسير منتهج الصادقين للملا فتح الله الكاشاني ج ٢ ص ٤٩٢

রাসূল (সাঃ) বলেন (?), যে ব্যক্তি একটি নেকাহে মুতআ’হ করলো, তার এক তৃতীয়াংশ জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেল। আর যে দুটি করলো, তার দুই তৃতীয়াংশ মুক্তি পেল। আর যে তিনটি করলো, তার পুরোটাই জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি পেল। (তফসীরে মানহাজুস-সাদেকীন, ২য় খন্ড, পৃ: ৬৯২)

من تمتع مرة آمن من سخط الجبار ومن تمتع مرتين حشر مع الأبرار ومن تمتع ثلاث مرات زاحمى في الجنان. تفسير منتهج الصادقين ج ٢ ص ٤٩٣

রাসূল (সাঃ) বলেন (?), যে ব্যক্তি একটি নেকাহে মুতআ’হ করলো সে জাব্বারের (আল্লাহ) গোষ্ঠী থেকে নিরাপদ হল, যে দুটি করলো সে নেককারদের সাথে হাশর করবে, আর যে ব্যক্তি তিনটি করলো সে জান্নাতে আমার সাথে ভীর করবে। (তফসীরে মানহাজুস-সাদেকীন, ২য় খন্ড, পৃ: ৪৯৩)

من تمتع مرة كان درجته كدرجة الحسين عليه السلام — الامام الثالث المعصوم حسب زعمهم — ومن تمتع مرتين كان درجته كدرجة الحسن عليه السلام — الامام الثاني المعصوم المزعوم — ومن تمتع ثلاث مرات كان درجته كدرجة علي وابن عمه — ومن تمتع اربع فدرجته كدرجتي. تفسير منتهج الصادقين ج ٢ ص ٤٩٣

রাসূল (সাঃ) বলেন (?), যে ব্যক্তি একটি নেকাহে মুতআ’হ করলো তার মর্যাদা ইমাম হুসাইনের মর্যাদার সমতুল্য, যে দুটি করলো তার মর্যাদা ইমাম হাসানের মর্যাদার সমতুল্য, যে তিনটি করলো তার মর্যাদা হযরত আলী (রাঃ)-র সমতুল্য আর যে ব্যক্তি চারটি করলো তার মর্যাদা আমার মর্যাদার সমতুল্য। (তফসীরে মানহাজুস-সাদেকীন, ২য় খন্ড, পৃ: ৬৯২)

এভাবে আরও অনেক জাল হাদীস তৈরী করে টাকা-পয়সার বিনিময়ে স্বল্প মেয়াদী বিবাহ’র নামে যেনা-ব্যভিচারকে বৈধতা দেওয়ার মত জঘন্য অপরাধে লিপ্ত রয়েছে।

শী’আদের সম্পর্কে মুসলিম উম্মাহর ফতওয়া :

যদি কোন লোক হযরত আলী (রাঃ) কে অন্য সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম থেকে শ্রেষ্ঠ মনে করে, যেমন তাফযীলিয়া শী’আগণ বলে থাকেন, তাহলে এতটুকু বিশ্বাসের কারণে সে কাফের হয়ে যায় না। কিন্তু বর্তমান কালে শী’আ সম্প্রদায় সাহাবায়ে কেরামকে কাফের বলা, কুরআনকে বিকৃত বলা, ইমামতের আকীদার মাধ্যমে খতমে নবুওয়াতকে অস্বীকার করা, প্রভৃতি নানাবিধ কারণে কাফের আখ্যায়িত হবে। আহসানুল ফাতাওয়া গ্রন্থকার বলেন, ‘বর্তমান কালের শী’আ সম্প্রদায়ের আকীদা কুফরী এতে কোন সন্দেহ নাই।’

روى الخلال في السنة عن أبي بكر المروزي قال: سألت أبا عبد الله — أحمد بن حنبل — عن من يشتم أبا بكر وعمر وعائشة؟ قال: ما أراه على الإسلام.

.....ইমাম আহমদ (রহ.) কে জিজ্ঞেস করা হল যে ব্যক্তি আবু বকর, ওমর, আয়েশা (রাঃ) কে গালি-গলাজ করে, তার ব্যাপারে ইসলাম কি বলে? তিনি বললেনঃ আমি তাকে মুসলিম মনে করি না। (আস-সুন্নাহ লিল খাল্লাল, আসার নং ৭৭৯)

وقال — أي المروزي — وسمعت أبا عبد الله يقول: قال مالك بن أنس: الذي يشتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس لهم سهم أو نصيب في الإسلام.

.....ইমাম মালেক (রহ.) বলেনঃ যে ব্যক্তি রাসূল (সাঃ)এ সাহাবীকে গালি-গলাজ করে, ইসলামে তার কোন হিস্যা নাই। (আস-সুন্নাহ লিল খাল্লাল, আসার নং ৭৭৯)

وقال الإمام أحمد: إذا كان جهمياً، أو قدرياً، أو رافضياً داعية، فلا يصلى عليه، ولا يسلم عليه.

.....ইমাম আহমদ (রহ.) বলেনঃ যদি কোন ব্যক্তি জাহমীয়াহ, কাদরিয়্যাহ অথবা রাফেযিয়্যাহ শিয়াদের দায়ী হয়, তাকে সালামও করা যাবে না এবং মরলে জানাযা পড়া যাবে না। (আস-সুন্নাহ লিল খাল্লাল, আসার নং ৭৮৫)

وقال البخارى رحمه الله: ما أبالى صليت خلف الجهمي والرافضي، أم صليت خلف اليهود والنصارى، لا يسلم عليهم، ولا يعادون ولا يناكحون. ولا يشهدون، ولا تؤكل ذبائحهم.

....ইমাম বুখারী বলেনঃ আমি কোন জাহমিয়্যাহ এবং শিয়া এর পিছনে নামাজ পড়া এবং ইয়াহুদী-খৃষ্টানের পিছনে নামাজ পড়ার মধ্যে কোন পার্থক্য মনে করি না। ওদের দেখা হলে সালাম করব না, অসুস্থ হলে ওদের সেবা করবে না, তাদের সঙ্গে পরস্পরে বিবাহ করা যাবে না, ওদের কোন মজলিসে হাজির হবে না, ওদের যবেহকৃত পশুর গোশত খাবে না। (কিতাবু খালক আফআলিল ইবাদ, পৃ: ১২৫)

وعن موسى بن هارون بن زياد قال: سمعت الفريابي — وهو محمد بن يوسف الفريابي — ورجل يسأله عن شتم أبا بكر قال: كافر، قال: فيصل على عليه؟ قال: لا، وسأله كيف يصنع به وهو يقول: لا إله إلا الله؟ قال: لا تمسوه بأيديكم، ارفعوه بالخشب حتى تواروه في حفرة.

....মুহাম্মদ আল ইউছুফ আল ফিরযাবী বলেনঃ যে ব্যক্তি আবু বকর (রাঃ) কে গালি দেয়, সে কাফের। তাকে প্রশ্ন করা হল যে, ওদের কি জানাযা পড়া হবে? তিনি বললেনঃ না। প্রশ্ন করা হল যে, তাহলে আমরা কি করবো? বলা হল, তোমরা হাতে ধরবে না বরং লাঠি দিয়ে দিয়ে ঠেলে ঠেলে গর্তে নিক্ষেপ করবে। (আস-সুন্নাহ লিল খাল্লাল, ৭৯৪)

وقال ابن حزم في الفصل: وأما قولهم في دعوى الروافض تبديل القراءات فإن الروافض ليسوا من المسلمين... وهي طائفة تجرى مجرى اليهود والنصارى في الكذب والكفر.

....ইমাম ইবনে হাযম বলেনঃ রাফেজী (শিয়া)গণ মুসলিম নয়। (আল- ফসল খন্ড: ২, পৃ: ৭৮)

وقال الشافعي: ما أحد أشهد على الله بالزور من الرافضة.

ইমাম শাফেয়ী (রহ) বলেনঃ আল্লাহ ব্যাপারে শিয়াদের তুলনায় অন্য কাউকে বেশী মিথ্যাবাদী আর কাউকে দেখা যায় না। (আল-লালকাযী, ৮/১৫৪৫)

وعن أحمد بن يونس قال: أنا لا آكل ذبيحة رجل رافضي فإنه عندي مرتد.

আহমদ ইবনে ইউনুস বলেনঃ আমি শিয়াদের যবেহকৃত কোন পশুর গোশত ভক্ষণ করি না। কেননা আমার মতে তারা মুরতাদ। (আল-লালকাযী, ৮/১৫৪৬)

ইসমাইলিয়া শী'আ

ইমামিয়া শী'আদের দ্বিতীয় বৃহত্তম দল হল ইসমাইলিয়া শী'আ। বিভিন্ন মুসলিম দেশে এদের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। দক্ষিণ আফ্রিকা, মধ্য আফ্রিকা, সিরিয়া ও পাকিস্তান এদের কিছু সংখ্যক লোক দেখা যায়। হিন্দুস্তানে এদের সংখ্যা প্রচুর। এই ফিরকা ইসমাইল ইবনে জাফর ছাদেক ইবনে বাকের এর দিকে সম্পৃক্ত। ইছনা আশারিয়াগণ জাফর ছাদেকের পর তার ছোট পুত্র মুসা কাযেমকে ইমাম মানেন। কিন্তু ইসমাইলী সম্প্রদায় জাফর ছাদেকের পর তার বড় পুত্র ইসমাইলের ইমামত এবং ইসমাইলের পর তার পুত্র মুহাম্মদ আল মাকতুমের ইমামতে বিশ্বাসী।

ইসমাইলিয়া শী'আদেরকে 'বাতিনিয়া'ও বলা হয়। কারণ তাদের মতে ইমাম অধিকাংশ সময় বাতিন বা গোপন থাকেন। একমাত্র ক্ষমতা অর্জন হওয়ার সময় তারা আত্মপ্রকাশ করে থাকেন। 'বাতিনিয়া' নামকরণের আর একটা রহস্য এই যে, তাদের আকীদা হল শরীআতের একটা জাহির এবং একটা বাতিন থাকে। সাধারণ লোকেরা জাহির সম্বন্ধে অবগত থাকেন আর ইমামগণ জাহির বাতিন সবটা সম্বন্ধে অবগত থাকেন। ইছনা আশারিয়া শী'আগণও এ আকীদায় একমত।

যায়দিয়া শী'আ

ইমামিয়া শী'আদের তৃতীয় বৃহত্তম দল হল 'যায়দিয়া'। এরা যাবেদ ইবনে আলী ইবনে হুসাইন ইবনে আলী (রাঃ)-এর দিকে সম্পৃক্ত। হযরত আলী মুর্তযা থেকে নিয়ে চতুর্থ ইমাম আলী ইবনে হুসাইন পর্যন্ত ব্যক্তিবর্গের ইমামত সম্পর্কে তারা এবং ইছনা আশারিয়া সম্প্রদায় একমত। এরপর ইছনা আশারিয়াগণ তার পুত্র ইমাম বাকেরকে ইমাম মানেন এবং তারপরে তার বংশধরের মধ্যে থেকে আরও সাতজনকে ইমাম মানেন। কিন্তু যায়দিয়াগণ ইমাম আলী ইবনে হুসাইন অর্থাৎ, ইমাম জয়নুল আবেদীনের দ্বিতীয় পুত্র যাবেদ শহীদকে ইমাম মানেন। অতঃপর তারই আওলাদ ও বংশের মধ্যে ইমামত অব্যাহত থাকার বিশ্বাস রাখেন। এ ছাড়া দু'সম্প্রদায়ের মধ্যে ইমামের মান ও মর্তবা সম্পর্কেও কিছু মতভেদ আছে।

প্রথম দিকে 'যায়দিয়া' সম্প্রদায় আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের কাছাকাছি সম্প্রদায় হিসেবে গণ্য হত। তারা কোন সাহাবীর তাকফীর করত না। তবে পরবর্তীতে অধিকাংশ 'যায়দিয়া'-র আকীদা বিশ্বাস ইছনা আশারিয়াদের ন্যায় হয়ে যায়। বর্তমানে সহীহ আকীদা-বিশ্বাস সম্পন্ন 'যায়দিয়া' ইয়ামান প্রভৃতি দেশে কিছু সংখ্যক পাওয়া যায়।